Paleography [4th Sem, Paper-CC8]

[CC-8] Antiquity of the Art of Writing Page-1

(ভারতবর্ষে লিখনশৈলীর প্রাচীনতা সম্পর্কে আলোচনা কর।)

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই লিপি বা লেখার যে প্রচলন ছিল, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যীশুখ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই মিশর, ব্যাবিলন ও অন্যান্য দেশে চিত্রলিপি, আই-রো-হা (জাপানী) প্রভৃতির যেমন সৃষ্টি হয়েছিল, সিন্ধু সভ্যতার সময়ে ভারতবর্ষে যে লিপির প্রচলন ছিল, তার ইতিহাসও অনেক প্রাচীন। যদিও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার সর্বসম্মতভাবে এখনো সম্ভব হয়নি, অনেকে মনে করেন ঐ লিপি সম্ভবত সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছিল। এই জন্য ঠিক কবে থেকে এই লিপির প্রচলন হয় সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

ইউরোপের কিছু ভারততত্ত্ববিদ ভারতে লিখনশৈলীর ইতিহাসকে খুব বেশী প্রাচীন বলার পক্ষপাতী নন। এদের মধ্যে ম্যাক্সমুলার মনে করেন পানিনির সময়কালীন অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতে লেখার প্রচলন হয়, বার্নেল এর মতেও খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতকেই ভারতে লেখার শুরু। Buhler আবার সেমেটিক বর্ণমালা থেকে ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি দেখিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতে লিখনের প্রচলন প্রায় খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে।

তবে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত বিভিন্ন প্রমান, ভারতে লিখনশৈলীর এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বলে, ~~তা নিয়েই~~ নিম্নে সেগুলি ~~বিস্তারিত আলোচনা~~ নিম্নে আলোচিত হল -

ক) **বৈদিক প্রমান**:- ভারতবর্ষের লিপির প্রাচীনতার যে সব সাহিত্যিক প্রমান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়, বৈদিক সাহিত্যের শুদ্ধ পাঠ রক্ষনের জন্য পদপাঠাদি প্রভৃতি জটিল উপায় লিখন পরম্পরার প্রমান রাখে, তাছাড়া ঋক্, যজু:, সাম, অথর্ব বেদের শাখাভেদে প্রযুক্ত স্বরাদি বোধক চিহ্নগুলির বৈচিত্র্য দীর্ঘ লিখন ঐতিহ্যের কথা বলে। লিখন ছাড়া বৈদিক প্রাতিশাখ্যগুলি প্রনীত হত না।

অক্ষসূক্তে লিখনাভ্যাসের ইঙ্গিত রয়েছে, আবার ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে - "সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ" এই উল্লেখটি লেখনের প্রমান দেয়,

ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে - "হিং কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তত্সমম", - উক্তিটিকে লিখনের প্রমান হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে,

আবার বেদের ব্রাহ্মনভাগ সুবৃহৎ ও গদ্যাত্মক রচনার শুধুমাত্র শ্রৌতপরম্পরা ছিল তা নয়, তা লিখনের প্রচলনের পক্ষেই প্রমান দেয়, যেমন - শতপথব্রাহ্মণের জটিল

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

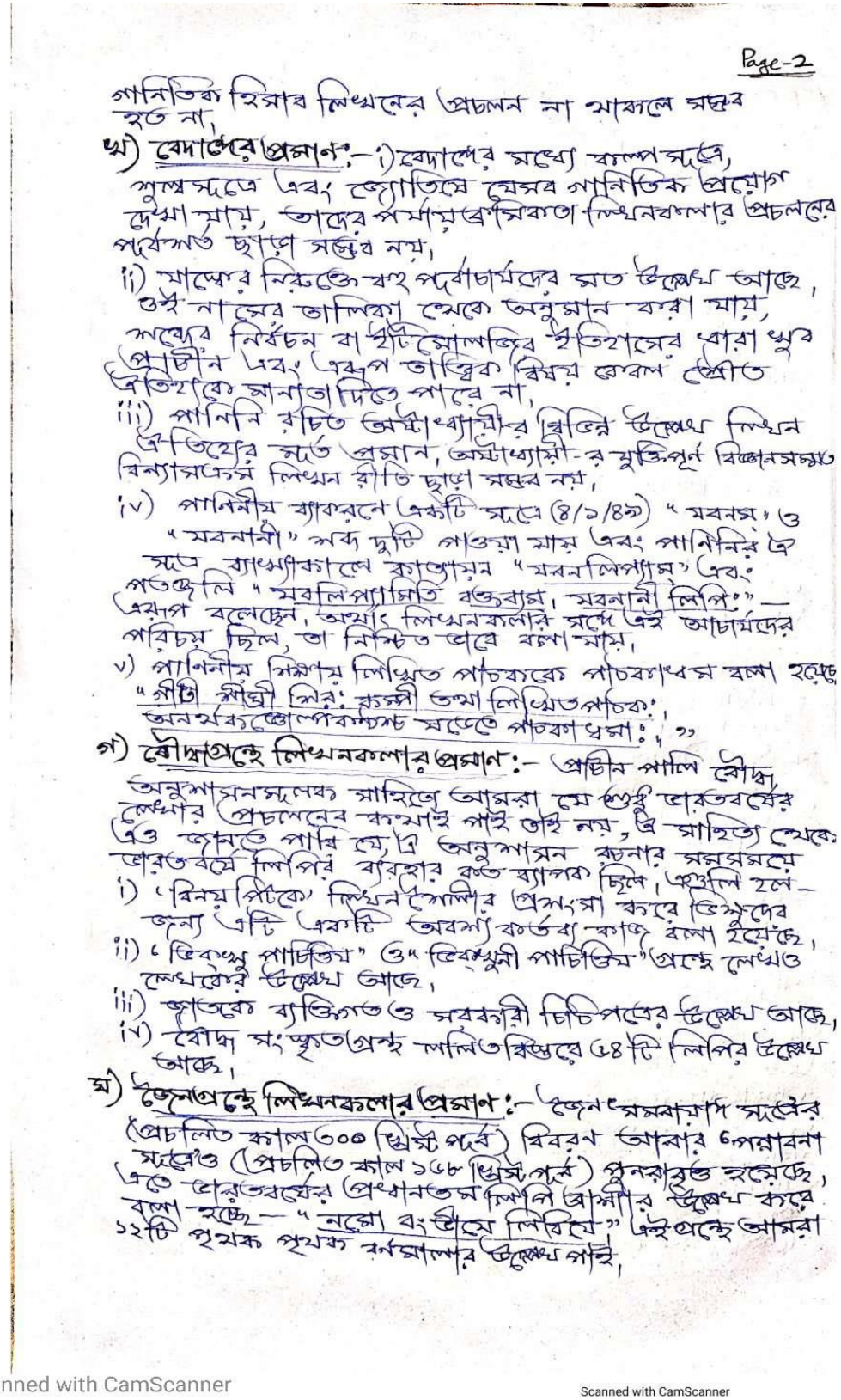

গানিতিক হিসাব লিখনের প্রচলন না থাকলে সম্ভব হত না,

খ) <u>বেদাঙ্গের প্রমান</u>:- i) বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পসূত্রে, শুল্বসূত্রে এবং জ্যোতিষে যেসব গানিতিক প্রয়োগ দেখা যায়, তাদের পর্যায়ক্রমিকতা লিখনকলার প্রচলনের পর্যবেক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়,

ii) যাস্কের নিরুক্তে বহু পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ আছে, ওই নামের তালিকা থেকে অনুমান করা যায়, শব্দের নির্বচন বা ব্যুৎপত্তির ইতিহাসের ধারা খুব প্রাচীন এবং এরূপ তাত্ত্বিক বিষয় কেবল শ্রৌত ঐতিহ্যকে মান্যতা দিতে পারে না,

iii) পানিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ীর বিভিন্ন উল্লেখ লিখন ঐতিহ্যের সূত্র প্রমান, অষ্টাধ্যায়ী-র যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাসক্রম লিখন রীতি ছাড়া সম্ভব নয়,

iv) পানিনীয় ব্যাকরনে একটি সূত্রে (৪/১/৪৯) "যবনম" ও "যবনানী" শব্দ দুটি পাওয়া যায় এবং পানিনির ঐ সূত্রে ব্যাখ্যাকালে কাত্যায়ন "<u>যবনলিপ্যাম</u>" এবং পতঞ্জলি "<u>যবলিপ্যামিতি বক্তব্যম, যবনানী লিপিঃ</u>" — এরূপ বলেছেন, অর্থাৎ লিখনকলার সঙ্গে এই আচার্যদের পরিচয় ছিলো, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়,

v) পানিনীয় শিক্ষায় লিখিত পাঠককে পাঠকাধম বলা হয়েছে "<u>গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ। অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥</u>"

গ) <u>বৌদ্ধগ্রন্থে লিখনকলার প্রমান</u>:- প্রাচীন পালি বৌদ্ধ অনুশাসনমূলক সাহিত্যে আমরা যে শুধু ভারতবর্ষের লেখার প্রচলনের কথাই পাই তাই নয়, ঐ সাহিত্য থেকে এও জানতে পারি যে, ঐ অনুশাসন রচনার সমসময়ে ভারতবর্ষে লিপির ব্যবহার কত ব্যাপক ছিলো, এগুলি হল-

i) 'বিনয়পিটকে' লিখন শৈলীর প্রশংসা করে ভিক্ষুদের জন্য এটি একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ বলা হয়েছে,

ii) "ভিক্খু পাচিত্তিয" ও "ভিক্খুনী পাচিত্তিয" গ্রন্থে লেখও লেখকের উল্লেখ আছে,

iii) জাতকে ব্যক্তিগত ও সরকারী চিঠিপত্রের উল্লেখ আছে,

iv) বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থ ললিতবিস্তরে ৬৪টি লিপির উল্লেখ আছে,

ঘ) <u>জৈনগ্রন্থে লিখনকলার প্রমান</u>:- জৈন 'সমবায়াঙ্গ সূত্রের' (প্রচলিত কাল ৩০০ খ্রিস্ট পূর্ব) বিবরণ আবার 'পন্নাবনা সূত্রেও' (প্রচলিত কাল ১৬৮ খ্রিস্ট পূর্ব) পুনরাবৃত্ত হয়েছে, এতে ভারতবর্ষের প্রধানতম লিপি ব্রাহ্মীর উল্লেখ করে বলা হচ্ছে — "<u>নমো বংভীয়ে লিবিয়ে</u>" এই গ্রন্থে আমরা ১২টি পৃথক পৃথক বর্ণমালার উল্লেখ পাই,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

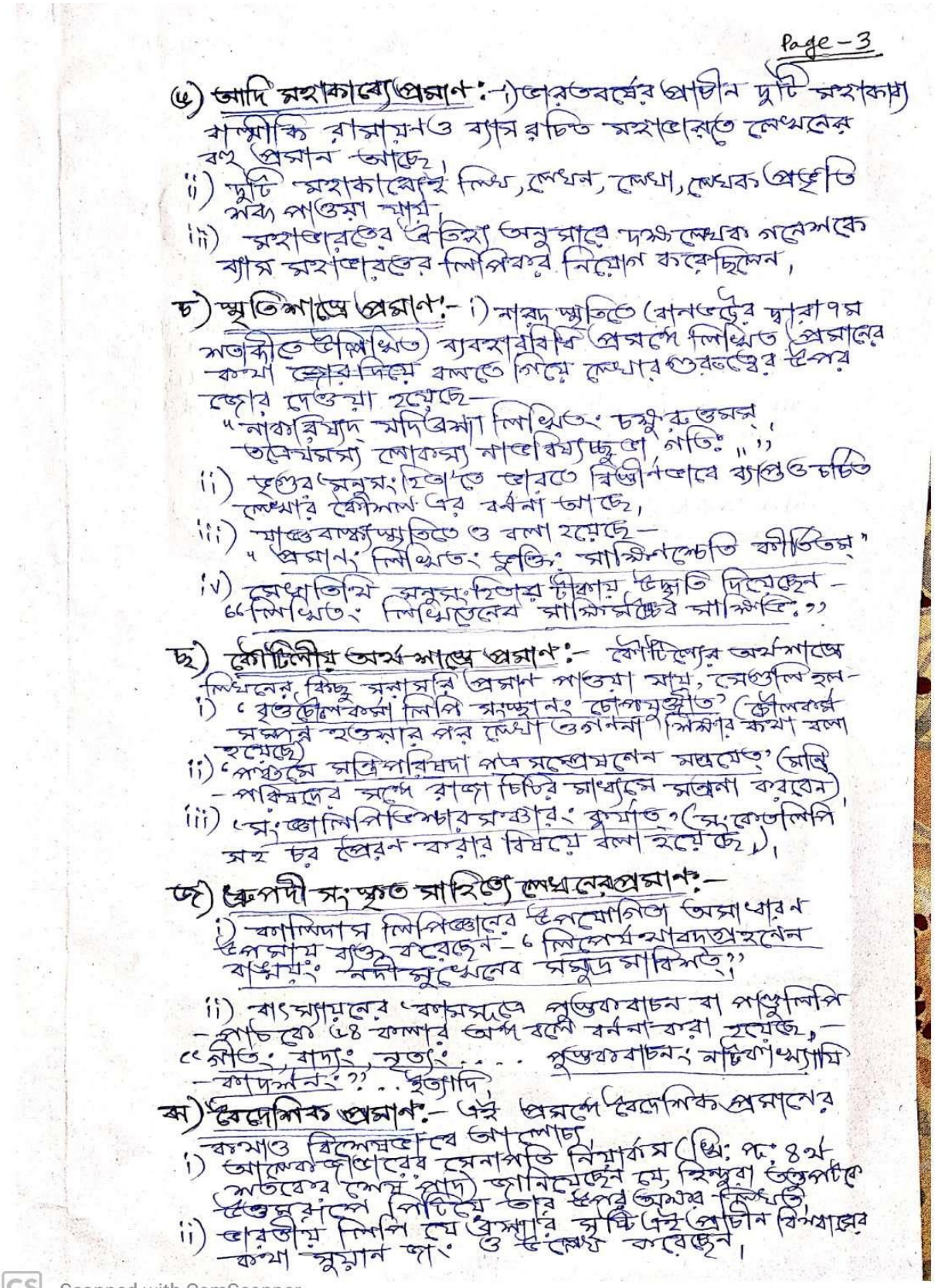

Page-3

ঙ) **আদি মহাকাব্যে প্রমাণ**:- i) ভারতবর্ষের প্রাচীন দুটি মহাকাব্য বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাস রচিত মহাভারতে লেখনের বহু প্রমাণ আছে।
ii) দুটি মহাকাব্যেই লিখ, লেখন, লেখা, লেখক প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়,
iii) মহাভারতের ঐতিহ্য অনুসারে দক্ষ লেখক গণেশকে ব্যাস মহাভারতের লিপিকর নিয়োগ করেছিলেন,

চ) **স্মৃতিশাস্ত্রে প্রমাণ**:- i) নারদ স্মৃতিতে (বানভট্টের দ্বারা ৭ম শতাব্দীতে উল্লিখিত) ব্যবহারবিধি প্রসঙ্গে লিখিত প্রমাণের কথা জোর দিয়ে বলতে গিয়ে লেখার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে—
"নাকরিষ্যদ যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্,
তত্রেয়মস্য লোকস্য নাভবিষ্যচ্ছুভা গতিঃ ॥"
ii) ভৃগুর মনুসংহিতাতে ভারতে বিস্তীর্ণভাবে ব্যাপ্ত ও চর্চিত লেখার কৌশল এর বর্ণনা আছে,
iii) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও বলা হয়েছে—
"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্তিতম্"
iv) মেধাতিথি মনুসংহিতার টীকায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন —
"লিখিতং লিখিতেনৈব সাক্ষিমচ্চৈব সাক্ষিভিঃ"

ছ) **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে প্রমাণ**:- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লিখনের কিছু সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলি হল-
i) 'বৃত্তচৌলকর্মা লিপিং সংখ্যানং চোপযুঞ্জীত' (চৌলকর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর লেখা ও গণনা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে)
ii) 'পরোক্ষে মন্ত্রিপরিষদা পত্রসম্প্রেষণেন মন্ত্রয়েত' (মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে রাজা চিঠির মাধ্যমে মন্ত্রণা করবেন),
iii) 'সংজ্ঞালিপিভিশ্চারসঞ্চারং কুর্যাত' (সংকেতলিপি সহ চর প্রেরণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে)।

জ) **ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে লেখনের প্রমাণ**:-
i) কালিদাস লিপিজ্ঞানের উপযোগিতা অসাধারণ উপমায় ব্যক্ত করেছেন - 'লিপের্যথাবদ্গ্রহণেন বাঙ্ময়ং নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশত্'
ii) বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পুস্তকবাচন বা পাণ্ডুলিপি পাঠকে ৬৪ কলার অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে,— "গীতং, বাদ্যং, নৃত্যং ... পুস্তকবাচনং নাটকাখ্যায়িকাদর্শনং" ... ইত্যাদি,

ঝ) **বৈদেশিক প্রমাণ**:- এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক প্রমাণের কথাও বিশেষভাবে আলোচ্য
i) আলেকজান্ডারের সেনাপতি নিয়ার্কাস (খ্রি: পূ: ৪র্থ শতকের শেষ পাদ) জানিয়েছেন যে, হিন্দুরা তুলোটকে উত্তমরূপে পিটিয়ে তার উপর অক্ষর লিখত,
ii) ভারতীয় লিপি যে ব্রহ্মার সৃষ্টি এই প্রাচীন বিশ্বাসের কথা হুয়েন সাং ও উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

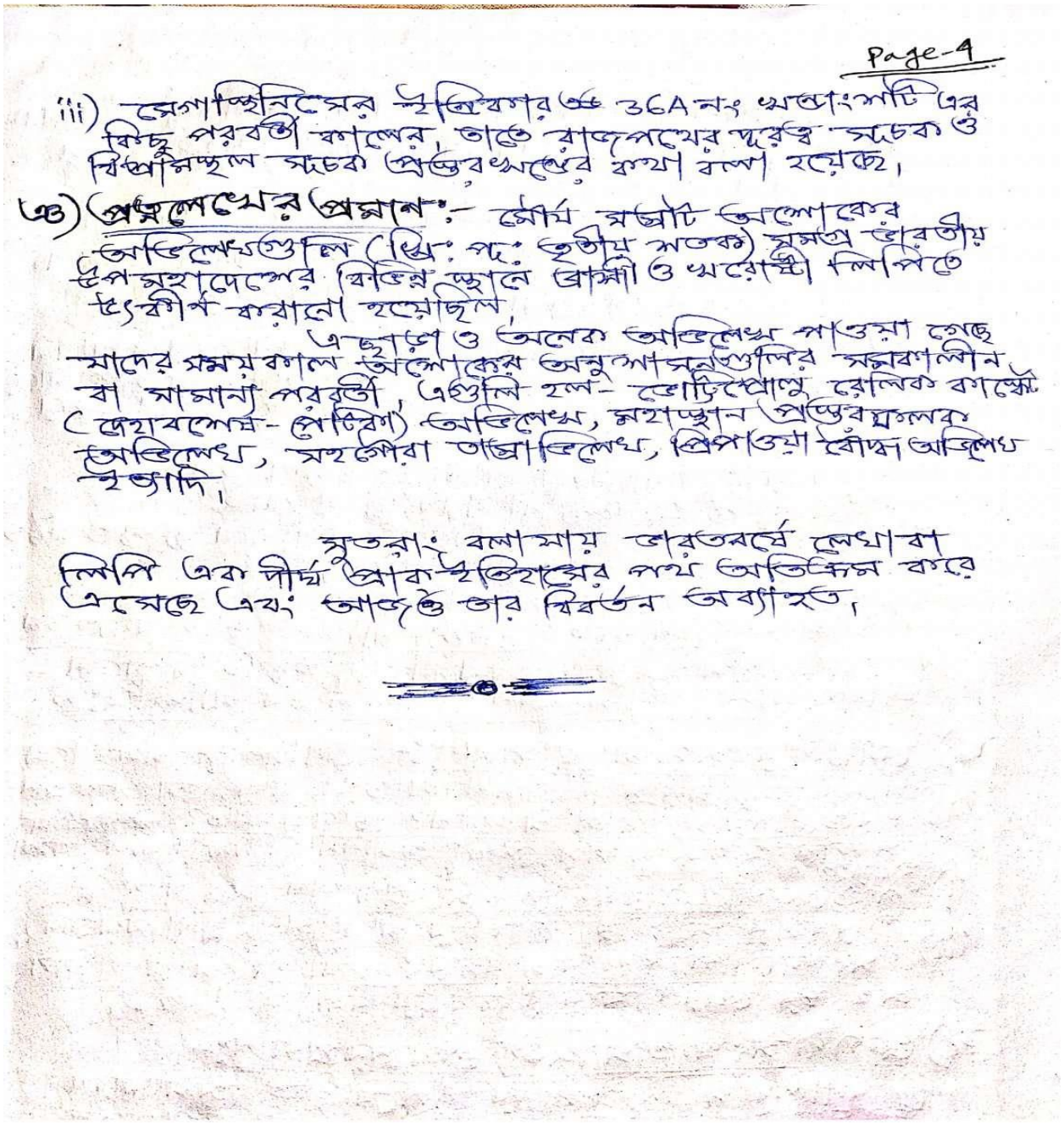

iii) মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকার ৩৬ 36A নং খণ্ডাংশটি এর কিছু পরবর্তী কালের, তাতে রাজপথের দূরত্ব সূচক ও বিশ্রামস্থল সূচক প্রস্তরখণ্ডের কথা বলা হয়েছে।

ঙ) **প্রত্নলেখের প্রমাণ**:- মৌর্য সম্রাট অশোকের অভিলেখগুলি (খ্রি: পূ: তৃতীয় শতক) সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ করানো হয়েছিল,

এছাড়াও অনেক অভিলেখ পাওয়া গেছে যাদের সময়কাল অশোকের অনুশাসনগুলির সমকালীন বা সামান্য পরবর্তী, এগুলি হল- ভট্টিপ্রোলু রেলিক ক্যাস্কেট (দেহাবশেষ-পেটিকা) অভিলেখ, মহাস্থান প্রস্তরফলক অভিলেখ, সহগৌরা তাম্রাভিলেখ, পিপ্রাওয়া বৌদ্ধ অভিলেখ ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় ভারতবর্ষে লেখা বা লিপি এক দীর্ঘ প্রাক্ ইতিহাসের পথ অতিক্রম করে এসেছে এবং আজও তার বিবর্তন অব্যাহত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner